সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

[ঢাকা, ১৮ মার্চ ২০১৮] গত ১৫ মার্চ ও ১৬ মার্চ ২০১৮ জেনেভাতে বাংলাদেশ প্রথম বারের মতো অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ কমিটির পর্যালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। ১৮ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদের বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে থাকে। বাংলাদেশ এ সনদে অনুস্বাক্ষর করে ১৯৯৮ সালে। অনুস্বাক্ষরের এক বছর পর প্রতিবেদন প্রদানের বিধান থাকলেও বাংলাদেশ সরকার প্রতিবেদন প্রদান করেছে ২০১৭ সালের জুন মাসে। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা এ প্রক্রিয়ায় বিকল্প প্রতিবেদন প্রদান করেছে। হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি) বাংলাদেশের বিদ্যমান অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের চিত্র তুলে ধরে একটি প্রতিবেদন প্রদান করেছে। পাশাপাশি ফোরামের পক্ষ থেকে এর একটি প্রতিনিধি দল পর্যালোচনাকালে উপস্থিত ছিলেন। তারা নাগরিক ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহের জন্য আয়োজিত বিভিন্ন অধিবেশনে অংশ নিয়েছেন এবং কমিটির সদস্যদের কাছে এ সনদের আওতাধীন অধিকারসমূহ ভোগ করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ তুলে ধরেছেন। পর্যালোচনার অংশ হিসেবে সরকারী প্রতিনিধিদল এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে ফোরামের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনাকালে কমিটির সদস্যরা বিভিন্ন বিষয়, বিশেষত নাগরিক সমাজ, বিরোধী মত ও গণমাধ্যমের মত প্রকাশের স্বাধীনতা সংকুচিত হয়ে যাওয়া, খসড়া ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের নেতিবাচক দিক, শ্রমিক নিরাপত্তা পরিবেশ ও ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা, ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের স্বাধীনতা, আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠীর অধিকার, বিচারবিভাগের স্বাধীনতা, বিশেষ ক্ষমতা আইনের ব্যবহার, বিদ্যমান ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যকারীতা, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেন ও বিস্তারিত জানতে চান।

মূল পর্যালোচনা শুরু হয় ১৫ মার্চ ২০১৮। পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম এর নেতৃত্বে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে গঠিত ২৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল এ পর্যালোচনায় সরকারকে প্রতিনিধিত্ব করেছে। পর্যালোচনায় বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি দলের বক্তব্যে দেশে উন্নয়নের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তার সূত্র ধরেই একজন কমিটি সদস্য প্রশ্ন তুলেন যে, যদি পরিস্থিতি এতো ভালো হয় এবং বাংলাদেশ যদি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ অর্জনে উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধন করে থাকে, তাহলে প্রাথমিক প্রতিবেদন জমা দিতে কেন এতোদিন সময় নিয়েছে। এ প্রশ্নের উত্তরে প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, এক্ষেত্রে রাজনৈতিক ইচ্ছা ও প্রতিবেদন প্রণয়নের দক্ষতার অভাব ছিলো। প্রতিমন্ত্রী কমিটির সদস্যদের অসম উন্নয়ন ও বিদ্যমান বৈষম্য বিষয়ক প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রেও বলেছেন বাংলাদেশ সুষম উন্নয়নের পথে রয়েছে এবং মধ্য আয়ের দেশে রুপান্তরিত হওয়ার পর্যায়ে রয়েছে। ফোরাম মনে করে, প্রতিমন্ত্রীবাংলাদেশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের বিভিন্ন সূচকে অগ্রগতি অর্জন করলেও দেশে যে ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীর ব্যবধান বাড়ছে, তা স্বীকার করতে পারতেন। বিভিন্ন সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠী যে এখনো এ উন্নয়নের সুফল ভোগ করতে পারছে না, তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই।

Secretariat:
Ain o Salish Kendra (ASK), 7/17, Block-B, Lalmatia, Dhaka-1207
Phone: 8126047, 8126134, 8126137, Fax: 8126045
Email: ask@citechco.net web: www.askbd.org
Forum Members:
Ain o Salish Kendra (ASK), Acid Survivors Foundation (ASF), Bandhu Social Welfare Society (BSWS), Bangladesh Adivasi Forum, Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movements (BDERM), Bangladesh Institute of Labor Studies (BILS), Bangladesh Legal Aid & Services Trust (BLAST), Bangladesh Mahila Parishad (BMP), Boys of Bangladesh (BOB), FAIR, Karmojibi Nari (KN), Kapaeeng Foundation, Manusher Jonno Foundation (MJF), National Alliance of Disabled Peoples' Organizations (NADPO), Nagorik Uddyog, Naripokkho, Nijera Kori, Steps Towards Development (Steps), Transparency International Bangladesh (TIB)
Individual Experts: Dr. Hameeda Hossain, Advocate Sultana Kamal, Raja Devasish Roy

এছাড়া কমিটির সদস্যরা সনদে বর্ণিত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহে বাংলাদেশ সংবিধানে মৌলিক নীতিমালা হিসেবে বর্ণিত হওয়ায় এসব অধিকারের বিচারযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। নাগরিকরা কিভাবে এসব অধিকার লংঘিত হলে প্রতিকার পেতে পারে কমিটির সদস্যদের এ সংক্রান্ত বেশ কিছু প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি দল নাগরিকরা উচ্চ আদালতের দারস্থ হতে পারে বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু বাংলাদেশ খুব কম সংখ্যক লোকই আইনী প্রক্রিয়া গ্রহণ করে, উচ্চ আদালতের দারস্থ হতে পারে। আর নিম্ন আদালতের এ সংক্রান্ত কোনো এখতিয়ার নেই। খাদ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মৌলিকঅধিকার হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি পাওয়া এসব অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। আমরা আশা করবো, সরকার এক্ষেত্রে দ্রুততার সাথে সংবিধানে সংশোধন আনবে এবং এসবকে মৌলিকঅধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেবে।

অধিবেশনের শুরুতেই কমিটির সদস্যগণ মানবাধিকার কর্মী, গণমাধ্যম ও বিরোধী দলের কর্মীদের ক্ষেত্রে মত প্রকাশ ও সম্মিলিত হওয়ার অধিকার সংকুচিত হওয়ার বিষয়ে কমিটি প্রশ্ন তুলেন। বিশেষত খসড়া ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে এ সংক্রান্ত দমনমূলক ধারা অর্ন্তভূক্ত হয়েছে বলে তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে এ সংক্রান্ত উদ্বেগ অবান্তর বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং আইনমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি দেনযে কোনো সাংবাদিক এ আইনের আওতায় গ্রেফতার হলে আইনমন্ত্রী নিজে তার পক্ষে মামলা পরিচালনা করবেন। কিন্তু বাস্তবে তা কতটুকু সম্ভব, এবং কারো ব্যক্তিগত প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে সার্বিক নাগরিক অধিকার কিভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব তা বোধগম্য হয়নি। প্রতিমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, সরকার গণমাধ্যম ও মানবাধিকার কর্মীদের অধিকার রক্ষায় অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং আশ্বস্ত করেন যে এমন কোনো আইনী পদক্ষেপ কখনও নেবে না যা তাদের মতপ্রকাশ ও পেশাগত দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে, হেনস্তা করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তার এ আশ্বাসের সাথে আমরা সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের সামঞ্জস্য দেখতে পাই না। গত কয়েক বছরে সরকারের বেশকিছু আইনী পদক্ষেপ বিশেষত বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ সংক্রান্ত আইন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন এবং সর্বশেষ খসড়া ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন এবং এসব আইনের বেশকিছু ধারার ব্যবহার আমাদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

সরকার আবারও তাদের বক্তব্যে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে 'আদিবাসী' হিসেবে স্বীকৃতি দিতে অপারগতা প্রকাশ করেছে, তাদের বক্তব্য অনুযায়ী বাংলাদেশে সবাই আদিবাসী, যা একটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক অবস্থান। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী বাংলাদেশে আদিবাসী হিসেবে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীভুক্ত জনগোষ্ঠী রয়েছেন। অন্যদিকে 'দলিত' শব্দটি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সরকারের আপত্তি আছে। অথচ এ দুই জনগোষ্ঠীর জনগণ নিজেদের যথাক্রমে আদিবাসী ও দলিত বলে চিহ্নিত করে থাকেন। দেশে দলিতদের উন্নয়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বেশকিছু প্রকল্প গ্রহণ করেছে এবং দলিত পরিচয় প্রদান করেছে সেসব ক্ষেত্রে। সমাজে সুবিধাবঞ্চিত ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য দূরীকরনে বৈষম্য বিরোধী আইন প্রণয়নে সরকার কেন বিলম্ব করছে- কমিটি তা জানতে চান। প্রতিমন্ত্রী জানান, খসড়া আইনে বেশ কিছু পরিবর্তন আনতে হচ্ছে এবং নির্বাচনের বছর হওয়ায় এ আইন কবে অনুমোদন করা যাবে সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনো প্রতিশ্রুতি করা যাবে না। প্রতিমন্ত্রীর এ বক্তব্য হতাশাজনক কেননা দীর্ঘদিন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের সাথে আলোচনাসাপেক্ষে এ আইনের খসড়া প্রণীত হয়েছে। ইতোমধ্যে চার বছর পার হয়ে গেছে। সরকারের বক্তব্য শুনে মনে হচ্ছে বৈষম্য প্রতিরোধক আইন প্রণয়ন ও নির্বাচনী বিজয় পরস্পর বিরোধী, যা অগ্রহণযোগ্য ও অত্যন্ত দূর্ভাগ্যজনক।

বিশেষ ক্ষমতা আইনের প্রয়োগ বিষয়ে কমিটির উদ্বেগের জবাবে প্রতিমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে গত কয়েক বছরে এ আইন ব্যবহৃত হয়নি। রানা প্লাজা ধ্বসে ক্ষতিগ্রস্তদের সবাইকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে বলে তিনি দাবী করেন। শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনে বর্তমানে কোনো ধরণের প্রতিবন্ধকতা নেই বলে তিনি জোর দিয়ে বলেন। রানা প্লাজা ধ্বসের পর তৈরি পোশাক শিল্পে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরনে এবং পরিদর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। কিন্তু সরকারের এসব বক্তব্য কমিটির কাছে খুব বেশি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে বলে ফোরামের মনে হয় না ।

Secretariat:
Ain o Salish Kendra (ASK), 7/17, Block-B, Lalmatia, Dhaka-1207
Phone: 8126047, 8126134, 8126137, Fax: 8126045
Email: ask@citechco.net web: www.askbd.org
Forum Members:
Ain o Salish Kendra (ASK), Acid Survivors Foundation (ASF), Bandhu Social Welfare Society (BSWS), Bangladesh Adivasi Forum, Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movements (BDERM), Bangladesh Institute of Labor Studies (BILS), Bangladesh Legal Aid & Services Trust (BLAST), Bangladesh Mahila Parishad (BMP), Boys of Bangladesh (BOB), FAIR, Karmojibi Nari (KN), Kapaeeng Foundation, Manusher Jonno Foundation (MJF), National Alliance of Disabled Peoples' Organizations (NADPO), Nagorik Uddyog, Naripokkho, Nijera Kori, Steps Towards Development (Steps), Transparency International Bangladesh (TIB)
Individual Experts: Dr. Hameeda Hossain, Advocate Sultana Kamal, Raja Devasish Roy

বিদ্যমান তরুন জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের জন্য সরকারের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রতিনিধি দল তথ্য ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ তুলে ধরেন। কিন্তু এ বিপুল সংখ্যক তরুনকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করার জন্য কোনো সমন্বিত কর্মসূচী বা পরিকল্পনার কথা সরকার কমিটিকে জানাতে পারেনি।

এছাড়া কমিটির সদস্যরা মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা বিশেষত কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা ও ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষাকে কিভাবে মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত করা হবে সে বিষয়ে প্রশ্ন করেন। কমিটি বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের বিশেষ ধারার বিষয়েউদ্বেগ প্রকাশ করেন। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে সবসময়ের ন্যায় বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে বলা হয় এখানে কোন কিশোরী গর্ভবতী হয়ে পড়লে কিশোরী ও তার অনাগত সন্তানের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। 'ওয়ান সাইজ ডাজ নট সুট ফর অল' এ যুক্তি তুলে ধরে বলা হয়- ১৮ বছর পূর্বে বিয়ে নয়, এ নীতির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যবস্থা বিবেচনায় রেখে সরকার বিশেষ ব্যবস্থা রেখেছে, যা কমিটির নিকট গ্রহণযোগ্য হচ্ছে এমন আশা করা অমূলক। এক্ষেত্রে ফোরাম প্রশ্ন রাখতে চায়, এ আইনের পূর্বে দীর্ঘ সময় বিয়ের বৈধ বয়স হিসেবে নারীদের ক্ষেত্রে আঠারো বছর স্বীকৃত ছিলো, সে সময় এ ধরণের সমস্যা কিভাবে মোকাবেলা করা হতো।

ফোরাম সতেরো বছর পরে এ প্রতিবেদন জমা দেওয়ায় সাধুবাদ জানায়। পর্যালোচনা শেষে সমাপনী বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী পরবর্তী সময়ে নিয়মিত এ প্রতিবেদন প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন, আমরা আশা রাখবো সরকার এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে।

কমিটি আগামী এপ্রিলে তাদের সমাপনী পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসমূহ প্রদান করবে। পাশাপাশি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের অভিমত জানাবে যেগুলোতে তারা সরকারের দ্রুত পদক্ষেপ কামনা করছে। সরকারকে এ তিন বিষয়ে আগামী আঠারো মাসের মধ্যে প্রতিবেদন পেশ করতে হবে। যদিও পরবর্তী পর্যায়বৃত্ত প্রতিবেদন প্রদান করার জন্য সরকার পাঁচ বছর সময় পাবে।

আমরা আশা করবো, সরকার কমিটি কর্তৃক উত্থাপিত বিষয় ও সুপারিশসমূহ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নেবে। পাশাপাশি, এ সকল অধিকার সংক্রান্ত অপশনাল প্রটোকলে স্বাক্ষর করবে। এইচআরএফবিআরো মনে করে, উন্নয়নের আত্মতুষ্টিতে মগ্ন না থেকে সরকারের উচিত বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ সঠিকভাবে চিহ্নিত করা এবং বিভিন্ন পক্ষের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে পদক্ষেপ গ্রহণ করা। মানবাধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত না করে উন্নয়ন টেকসই হবে না; মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে আমাদের অবস্থানও সুদৃঢ় হবে না।

Secretariat:
Ain o Salish Kendra (ASK), 7/17, Block-B, Lalmatia, Dhaka-1207
Phone: 8126047, 8126134, 8126137, Fax: 8126045
Email: ask@citechco.net web: www.askbd.org
Forum Members:
Ain o Salish Kendra (ASK), Acid Survivors Foundation (ASF), Bandhu Social Welfare Society (BSWS), Bangladesh Adivasi Forum, Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movements (BDERM), Bangladesh Institute of Labor Studies (BILS), Bangladesh Legal Aid & Services Trust (BLAST), Bangladesh Mahila Parishad (BMP), Boys of Bangladesh (BOB), FAIR, Karmojibi Nari (KN), Kapaeeng Foundation, Manusher Jonno Foundation (MJF), National Alliance of Disabled Peoples' Organizations (NADPO), Nagorik Uddyog, Naripokkho, Nijera Kori, Steps Towards Development (Steps), Transparency International Bangladesh (TIB)
Individual Experts: Dr. Hameeda Hossain, Advocate Sultana Kamal, Raja Devasish Roy